প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফেন্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা
website: www.pkb.gov.bd

মুজিববর্ষের সেবা নিন
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সহজ ঋণ

নং-৫৩.১৬.২৬৬৬.৯৯৯.৩২.০০১.২২-

তারিখঃ ২৯.০৯.২০২২

বিষয়: ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকের সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের(stakeholders) অংশগ্রহণে সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ মজিবর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
তারিখ ও সময় : ২৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকা
স্থান : প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সভাকক্ষ এবং Zoom প্লাটফর্মে

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ২৯.০৩.২০২২ তারিখে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে Zoom প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহাব্যবস্থাপকগণ, নৈতিকতা কমিটির সদস্যবৃন্দ, শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অংশীজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

২। সভার শুরুতে সভাপতি Zoom প্লাটফর্মে এ সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা'র গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। "শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা" ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)২০২২ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থিত সকলের সাথে মতবিনিময় করেন।

৩। সভাপতি এই পর্যায়ে নৈতিকতা কমিটির সদস্য সচিব জনাব হারুন অর রশীদ, উপমহাব্যবস্থাপক(মানব সম্পদ বিভাগ)কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব জানান উপস্থিত ব্যাংকের সকল অংশীজন (stakeholders) সেবাগ্রহীতা , কর্মকর্তা /কর্মচারী ও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরকে ব্যাংকের শুদ্ধাচার, সেবাদান প্রক্রিয়া, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও ব্যাংকের সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

৪। সভাপতি এই পর্যায়ে মহাব্যবস্থাপক (আইসিসি,আইটি ও পরিচালন)কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেন। মহাব্যবস্থাপক (আইসিসি,আইটি ও পরিচালন) বলেন যে, প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ওয়েজ আর্নার্স বোর্ড, বিএমইটি, বোয়েসেল, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করা এনজিওসমূহ এবং আমাদের গ্রাহক এরা সবাই আমাদের অংশীজন (stakeholders)। আজকের এই অংশীজনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের সকল অংশীজন, বিশেষ করে এই ব্যাংকের গ্রাহকদের ব্যাংকের সেবা উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করতে অনুরোধ করেন।

৫। সভাপতি এই পর্যায়ে ভার্চুয়ালি উপস্থিত শাখা ব্যবস্থাপকগণ এবং ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। সাভার শাখার ব্যবস্থাপক তার গ্রাহক জনাব আঞ্জুরা বেগমকে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি শাখা থেকে ঋণ প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছেন বলে জানান। তিনি ভবিষ্যতে এই ঋণ নিয়ে আরও ভালো করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কাকরাইল শাখার ব্যবস্থাপক জনাব আসমা হক বলেন ঢাকা শহরে যানজটের কারণে গ্রাহকেরা স্বশরীরে শাখায় উপস্থিত হয়ে ব্যাংকিং করতে চান না। এ জন্য তিনি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কিস্তি সংগ্রহ করলে গ্রাহক উপকৃত হবে বলে মতামত দেন। সভাপতি জানান ব্যাংকের সিবিএস বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং তা বাস্তবায়িত হলে তখন উক্ত সেবা পাওয়া যেতে পারে।

৬। এছাড়াও প্রধান শাখার ঋণগ্রহীতা জনাব রহিমা আক্তার জানান তিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে অনেক ভালো সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন এবং ঋণ প্রদানের সময় শাখা ব্যবস্থাপক তাঁকে সম্মানের এবং ফুলের তোড়া দিয়ে ঋণ প্রদান করেছেন বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। সোনারগাঁও শাখার ঋণগ্রহীতা আছিয়া আক্তার জানান তিনি বঙ্গবন্ধু বৃহৎ পরিবার ঋণ নিয়ে টেইলরিং এর ব্যবসা করছেন এবং ভালো করছেন এবং নিয়মিত কিস্তি দিচ্ছেন। নড়াইল শাখার ৩ জন বিদেশগামী কর্মীর সাথে সভাপতি মত বিনিময় করেন। তাদের দুইজন সৌদি আরব এবং একজন মালয়েশিয়ার যাত্রী। তাঁরা ৪-৫ দিনেই ঋণ সুবিধা পেয়েছেন বলে জানান। সভাপতি বলেন যে, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সর্বদা তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত। তিনি তাদের যাত্রা নিরাপদ হোক এই কামনা করেন। রায়পুরা শাখার সৌদি আরব গামী গ্রাহক জানান তিনি বিপদে পরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের দারস্থ হন এবং তিনি জরুরী ভিত্তিতে মাত্র ১(এক) দিনে ঋণ সুবিধা পেয়েছেন। গাজীপুর শাখার ঋণগ্রহীতা জনাব মোঃ শাওন করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দেশে ফেরেন এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ৪% সুদে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ

গ্রহণ করে একটি জুতার দোকান চালু করেন। বর্তমানে তিনি পুনরায় স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং নিয়মিত কিস্তি দিচ্ছেন। তার দুর্দিনে সহায় হবার জন্য তিনি ব্যাংকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৭। এই পর্যায়ে সভাপতির অনুরোধে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অংশীজন এনজিও OKUP এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ বোরহান উদ্দিন রবি বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রথমেই সভাপতিকে একটি সুন্দর সভা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে প্রবাসীদের অন্যতম সহায় বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, OKUP এর গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে হাজারো মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাদের প্রবাসে যাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। তবে তাঁর মতে মাঠ পর্যায়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের আরও প্রচার দরকার। তিনি বলেন, অনেকে বিদেশগামী কর্মীই জেলা সদর হতে দূরে থাকেন। এ কারণে জেলা শাখায় তাদের যাতায়াত কষ্টসাধ্য হয়ে পরে এবং এতে করে সহজে সেবা পাওয়াটা দুরূহ হয়ে পরে। যাতায়াত খরচ বেড়ে যাওয়ায় নিয়মিত কিস্তি প্রদানেও অনীহা দেখা যায়। এ জন্য উপজেলা স্তরে আরও শাখার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি পরামর্শ দেন যে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহের যৌথ প্রচেষ্টায় এমন পদক্ষেপ নিতে যেন সকল প্রবাসগামী কর্মীরই প্রবাসে যাবার সময় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে একটি বাধ্যতামূলক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, যেই অ্যাকাউন্টে তার রেমিট্যান্স আসবে এবং ভবিষ্যতে প্রবাসী তার রেমিট্যান্স অনুপাতে আরও বড় ঋণ পাবে। এতে করে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে প্রবাসীরা আরও উৎসাহী হবেন। এছাড়াও অনলাইন ব্যাংকিং চালু এবং ঋণ প্রদান নীতিমালা আরও সহজ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

৮।সভাপতি OKUP এর প্রতিনিধিকে গঠনমূলক পরামর্শ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন বর্তমানে ব্যাংকের ১০১ টি শাখা তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। আমাদের বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে ৩৬ টি শাখা চালু রয়েছে। এই অর্থবছরে আরও ১৯ টি শাখা চালু করার কার্যক্রম চলছে। ধীরে ধীরে সকল উপজেলাতেই সেবা পৌঁছে যাবে বলে সভাপতি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, ব্যাংকের বর্তমানে সিবিএস বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এটি চালু হলে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে ওয়ালেট ব্যাবহার করে কিস্তি প্রদান করা যাবে। তিনি এর সাথে আরও যুক্ত করেন যে বর্তমান ঋণ প্রদান নীতিমালা আরও সহজ করা সম্ভব নয় কারন বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এবং ঋণ আদায়ে কিছু কৌশল রাখতেই হবে। সভাপতি বলেন কোভিড অতিমারী এবং অতিমারী পরবর্তী রেমিটেন্স এর উপর নির্ভরশীলতা বেড়েছে। প্রবাসীরা কর্মীরাই তাদের পরিশ্রমলব্ধ অর্জন দেশে পাঠিয়ে করোনাকালীন দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের সেবার জন্যই এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভুমিকা রাখার আহ্বান জানান।

৯। পরিশেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন(stakeholders) দের অভিবাদন জানান, তিনি প্রার্থনা করেন যেন বিদেশগামী সকল কর্মীর যাত্রা নিরাপদ ও সুগম হয়। Zoom প্লাটফর্মে সংযুক্ত এবং উপস্থিত সকলকে বিদায় জানিয়ে এবং জাতীয় স্লোগান "জয় বাংলা" বলে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ মজিবর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

বিতরণঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। বিভাগীয় প্রধান (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। শাখা ব্যবস্থাপক (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।
৩। সদস্য সচিব, নৈতিকতা কমিটি, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৬। মহাব্যবস্থাপক (সকল) মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭। অফিস কপি।